বাংলাদেশ এন্টি রেবিস এলাইন্স (বারা)

K¶ bs 18, 4_ তলা, গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীণ রোড, ঢাকা-1205
ফোনঃ ৮৮০-2-8122074, 8115646

জলাতংক রোগঃ wKQ K_v

RjvZsK রোগ (Rabies) বাংলাদেশের অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা| G অবহেলিত রোগ বিভিন্ন প্রকার জীব জন্তুর মাধ্যমে ছড়ায়| RjvZsK রোগ fvBivm Øviv msNwUZ, ইহা একটি মারাত্নক রোগ। প্রায় সব ধরনের প্রাণীর এ রোগ হতে পারে। আক্রান্স্থ প্রাণীর কামরে বা আচড়ে মানুষ ও গবাদি পশুতে এ রোগ সংক্রwgZ nq| j¶Y cKvk cvevi পর এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই এবং রুগীর মৃত্যু Awbevh 100%| তবে এই মারাত্মক (Fatal) রোM m¤úbরুপে (100%) প্রতিরোধযোগ্য।

MxK civY weÁvb (Greek Mythology) মতে চার হাজার বছর পূর্ব থেকে মানুষ ও জন্তু এ রোগে আক্রান্স্থ হচ্ছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ রোগ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। অতীতে জলাতংক রোগ প্রতিরোধের জন্য কোন ভেকসিন ছিল না। 6 RjvB ১৯৮৫ সনে Louis Pasteur bvgK France Gi GKRb বিজ্ঞানী জলাতংক রোগ প্রতিরোধের জন্য ভেকসিন আবিস্কার করেন।

জলাতংক রোগের অস্থিত্ত্ব weke¨vcx| সারা বিশ্বে cwZeQi 55,000 Gi বেশী gvbl জলাতংক রোগে মৃত্যুবরণ করে থাকে। এর মধ্যে Gwkqv I আফ্রিকা মহাদেশের উন্নয়নশীল দেক mgেহে kZKiv 95 fvM, Zb¥ধ্যে 31000 (56%) gvbl এশিয়া মহাদেশে ও ২০,০০০ ভারতে প্রতিবছর জলাতংক রোগে gviv hvq| KviY Gmg¯Í GjvKvi Rbগন তাদের গৃncvলিত জন্তুকে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষg nq bv| বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে জলাতংক রোগের প্রাদুfve j¶¨ Kiv hvq| miKvix mwVK cরিসংখ্যান না থাকলেও m¤cwZ GKwU জরিপ মোতাবেক বাংলাদেশে প্রতি বছর কম পক্ষে ২৩৩৫ জন জলাতংক রোগে মারা যায়।

RjvZsK mvavibZt বিভিন্ন cRvZxi Rxe-জন্তু যেমন, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, খেকশিয়াল, বেজি, বিড়াল, বাদুর, বানর প্রভৃতি Ges মানুষের রোগ| বাংলাদেশে প্রায় সব প্রাণী A_vr যাদের রক্ত উঞ্চ তারা জলাতংক রোগাগ্রস্স্থ হতে পারে। আক্রান্স্থ KKi, weovj Ges Ab¨vb¨ eb¨ I গৃহপালিত জন্তু কামড় দিলে জলাতংক রোগ হতে পারে। তবে সব কামড়ে বা আচড়ে জলাতংক রোগ হয় না। বাংলাদেশে ৯৯% fvM জলাতংক রোগ হয় আক্রান্স্থ কুকুরের কামড়ে। ক্ষতস্থানে সাথে সাথে সাবান ও এনটিসেপটিক দ্বারা ধৌত ও যথাযথ প্রতিরোধক ভেকসিন / ব্যবস্থা নিলে ইহা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

Gwkqv I AwdKv gnvদেশের গ্রামীণ RbMY বিশেষ করে ৬ থেকে ১৫ বছরের শিশু কিশোর ও বয়স্ক মানুষ এ রোগের জন্য AwaK SwKcY| wkïiv Rীব জন্তু নিয়ে খেলা করে এবং বয়স্কদের জীব জন্তু প্রতিহত Kivi ¶মতা থাকে কম। জন্তুর কামড় বা নখের আচড়ে জলাতংক রোগ ছড়ায়। একজন মানুষ জলাতংক রোগে আক্রান্স্থ হলে ক্ষতস্থানে ব্যথা করে এবং একই সংগে জ্বi, gvbwmK Aemv`, অস্থিরতা, পানি দেখে ভয় পাওয়া, আলো বাতাস mn¨ করতে না পারা, kvmKó I mg¯Í kixi c¶াঘাত গ্রস্থ হয়ে অবশেষে ভয়ংকর মৃZ¨ eiY করে|

২০০৯ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জরীপ করে দেখা গেছে জলাতংক রোগের ব্যাপকতা প্রতি এক হাজার জনে ১৩ জন। তন্মোধ্যে 6-১০ বছর বয়সের শিশু কিশোরের হার সর্বাধিK| kZKiv 70.4 fাগ পুরু| Ges kZKiv 29.6 fvM gwnjv এ রোগে আক্রান্স্থ হয়ে থাকে। আক্রান্স্থ মানুষের মধ্যে 33.3% ভেকসিন গহণ করে, 62.5% ভেকসিন গ্রহণ করে না এবং ৩.১% ভেকসিb সম্পর্কে অবহিত নয়। বাwki fvM gvbl ভেকসিন না নেয়ার কারণ হচ্ছে AÁZv I `wi`Zv| AÁতার কারণে জলাতংক রোগের চিকিৎসা যথাযথ ভাবে Kiv hvq bv|

২০০৯ সালে ঢাকাস্থ সাKvix msµvgK e¨wa nvmcvতালে 2004-2008 সনের অর্থাৎ মোট ৫ বছরের হাসপাতালে আগত রুগীদের উপর GK cwimsL¨vb করা হয়। উক্ত পরিসংখানে দেখা যায় বিভিন্ন জন্তুi কামড়ে জলাতংক রোগে আক্রান্স্থ রুMxi msL¨v cwZwbয়ত বৃদ্ধি cvচ্ছে। উক্ত হাসপাতালে ২০০৪ সনে ২৬,789 Rb রুগী চিকিৎসার জন্য এসেছে এবং ২০০৮ সনেএসেছে ৩৫,৭৯৮ জন, 2004-2008 সনে ৫ বছরে মোট ১,49,৪৩৯ জন রোগী আসে| জানুয়ারী ও এপ্রিল মাসে এ রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী| ৮৫% রোগী এই হাসপাতালে গ্রাম থেকে আসে| জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রনে প্রতিবছর গড়ে ২৫,০০০ কুকুর সকল সিটি করপোরেশন কর্তৃক নিধন করা nq| kZKiv GKkZfvM আক্রান্স্থ রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশে সরকারী বা বে-miKvil ভাবে এ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কোন Avjv`v KgmwP নেই। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এ রোগ প্রতিরোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণেi Rb¨ কোন evBwbqvg Kvhµg MnY করেনি। ইহা সার্বিক ভাবে অবnwjZ|

দেশে জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রতিবছর গড়ে ৪০০০০ কোর্স নার্ভ টিস্যু ভেকসিন (এনটিভি) তৈরী করা হয়। GB ভেকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে এবং উন্নত দেশে এটা ব্যবহার করা হq bv| তৃকে টিস্যু কালচার ভেকসিন (টিসিভি) ব্যবহার করা সম্পূর্ন নিরাপদ। wcMZ ১১/০৭/২০১০ তারিখে সরকারী ভাবে ঢাকার মহাখালিস্থ সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে তৃকে টিসিভি প্রথম বিনামূল্যে চালু করা হয়। ফলে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ -৫০০ রোগী উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা সারা দেশে ইহা চালুর নিমিত্তে নার্স ও চিকিৎসকদেরকে প্রশিক্ষন প্রদান করছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সারা দেশে টিসিভি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ প্রদান করে।

2007 সালে প্রথম সরকারীভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রন শাখা থেকে সীমিত আকারে ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে c_g wek RjvZsK দিবস উদযাপিত হয়ে wQj| ZviB avivevwnKZvq অতি সম্প্রতি জলাতংক রোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে KwZcq e¨w³ I Gbজিও কর্তৃক Bangladesh Anti Rabies Alliance (BARA) নামে একটি সংগঠন তৈরী করা হয়েছে। আইএসিআইe (Institute of Allergy and Clinical Immunology of Bangladesh) এ সংগঠনের সমন্বয়কারী। AvBGwmAvBwe G eQi ২৮ সেপ্টেম্বর ৫ম বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ঢাকায় ও নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে উদযাপন করছে। যেহেতু ১৫ বছরের নিচে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী তাই এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় *"Give Children the Knowledge to Protect Themselves from Rabies"*| G দিবসের কার্যক্রমের মধ্যে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে i¨vjx I আলোচনা সভা অন্যতম। Zছাড়া বারা ও নোভারটিস যৌথ ভাবে ২০১২ সালের জন্য ১০০০০ ক্যালেন্ডার তৈরী করে, যাহা দেশের বিভিন্ন উপজেলা হাসপাতাল, পৌরসভা/সিটিকরপোরেশন কার্যালয় এবং বিদ্যালেয়ে বিতরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বে-ওয়ারিশ কুকুর নিধনের জন্য আধুনিক কোন ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের কুকুর নিধনের কর্মসূচী থাকলেও তা সচারাচর চোখে পড়েনা। তা ছাড়া জলাতংক রোগ সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করার জন্যও সরকারী বা বে-সরকারী কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। তবে জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের জন্য কুকুর নিধন কার্যক্রম Agvbwlk বিধায় কুকুরের বন্ধত্বকরন অতিব জরুরী| ZvB কুকুরii বন্ধ্যাত্য করন, গৃহপালিত কুকুরের ভেকসিনেশন, রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতাবৃদ্ধি, এডভোকেসি সভা, প্রশিক্ষন, বিবিধ আইইসি মেটেরিয়াল তৈরী ও বিতরন, ভেকমিনেশন ইত্যাদি কায্যক্রম সরকারী ও বেসরকারীভাবে জোরদার করা জরুরী।

(অধ্যাপক ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন)
mfvcwZ, eviv
প্রাক্তন পরিচালক রোগনিয়ন্ত্রণ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১৫০৩৮৫৫১